

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৩, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বাৎ/১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিঃ।

নং ৩৭ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১৪ বাৎ/১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৭ সনের ৩৭ নং অধ্যাদেশ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(৮৮৩৫)

মূল্য : টাকা ৬.০০

(২) এই অধ্যাদেশের—

- (ক) ধারা ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১১ এবং ধারা ১৩ এর দফা (খ), (গ) ও (ঘ), ২ নভেম্বর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে,
- (খ) ধারা ৯, ১০ ও ধারা ১৩ এর দফা (ক) ও (ঙ), ধারা ১৪ ও ধারা ১৮ এর দফা (ক) ও (গ) এবং ধারা ১৯, ৩০ চৈত্র ১৪০৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৩ এপ্রিল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে,
- (গ) ধারা ৫, ১২, ১৫, ১৬, ১৭ ও ধারা ১৮ এর দফা (খ), ধারা ২০, ২১ এবং ২২, ২৬ আশ্বিন ১৪১৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১১ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে,
- কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
- (ঘ) ধারা ১৩ এর দফা (চ) অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (long title) সংশোধন।—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম এর “শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে শিক্ষাদান ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “শিক্ষাদান ও আবাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের প্রস্তাবনা (preamble) সংশোধন।—উক্ত আইনের প্রস্তাবনা এর “শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে একটি শিক্ষাদান ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “শিক্ষাদান ও আবাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর—

- (ক) “কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (খ) পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(১ক) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে স্থান নির্ধারণ করিবে সে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।”।

৫। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“৪। এখতিয়ার।—(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গণ্য হইবে।

(২) ইহা ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের অধিভুক্তকরণ কর্তৃপক্ষ হিসাবেও গণ্য হইবে এবং এই আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।”।

৬। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(ক) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহ এবং তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান ও অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা-চর্চার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং গবেষণা ও উচ্চতর-গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ জ্ঞানের অগ্রসরতা ও বিকিরণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।”।

৭। ১৯৮০ সনের ৩৭নং আইনের ধারা ৭ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৭ বিলুপ্ত হইবে।

৮। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর “বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশের সরকার প্রধান” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;।”।

১০। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“১১ক। প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর।—(১) চ্যান্সেলর, উপযুক্ত মনে করিলে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে এক বা একাধিক প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি ও অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।”।

১১। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর “পূর্ণকালীন” শব্দের পরিবর্তে “অবৈতনিক” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(খখ) অ্যাকাডেমী কমিটি;”;

(খ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা(ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(ঘঘ) কারিকুলাম কমিটি;”।

১৩। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, অথবা একাধিক হইলে, সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;”;

(খ) দফা (ঙ) এর “সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষকের মধ্য হইতে নির্বাচিত” শব্দগুলির পরিবর্তে “চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (ঝা) এর “সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত” শব্দগুলির পরিবর্তে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঞ) বিলুপ্ত হইবে;

(চ) দফা (ঞ) এর প্রাপ্তস্থিত “দাঁড়ির” পরিবর্তে “সেমিকোলন” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ট) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন অধ্যক্ষ—একজন ফাজিল মাদ্রাসা এবং অপরজন কামিল মাদ্রাসা হইতে।”।

১৪। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, অথবা একাধিক হইলে, সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;”।

১৫। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“২১ক। অ্যাকাডেমী কমিটি।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে অ্যাকাডেমী কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) উপ-পরিচালক, যিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক মাদ্রাসা শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত;

(গ) চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড;

- (ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান;
 - (ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান;
 - (চ) ডীন, ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুযয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়;
 - (ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারী মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ;
 - (জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে বেসরকারী মাদ্রাসার মুহাদ্দিসগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া মুহাদ্দিস;
 - (ঝ) অ্যাকাডেমী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন ফকিহ;
 - (ঞ) অ্যাকাডেমী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন মুফাস্সির;
 - (ট) অ্যাকাডেমী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন আদিব;
 - (ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে বেসরকারী মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ;
 - (ড) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;
 - (ঢ) মাদ্রাসা পরিদর্শক; এবং
 - (ণ) রেজিস্ট্রার, যিনি অ্যাকাডেমী কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।
- (২) অ্যাকাডেমী কমিটির মনোনীত সদস্যগণ ২(দুই) বৎসরের জন্য স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইবেন।
- (৩) অ্যাকাডেমী কমিটির সভায় ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।”।

১৬। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ২২ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“২২ক। অ্যাকাডেমী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—(১) অ্যাকাডেমী কমিটি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের প্রধান শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা এবং এই আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সকল শিক্ষণ, শিক্ষা এবং পরীক্ষার মান বজায় রাখার জন্য ইহা দায়ী থাকিবে এবং উহাদের উপর ইহা নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধান করিবে, এবং সংবিধি দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

- (২) অ্যাকাদেমী কমিটি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা পরিদর্শন ও শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করিবে।
- (৩) অ্যাকাদেমী কমিটি সিলেবাস কমিটির সংখ্যা ও বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং সিলেবাস কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সিলেবাসসমূহকে অনুমোদন করিবে।
- (৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক বিবেচনার উদ্দেশ্যে, অ্যাকাদেমী কমিটি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সংবিধি ও অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন করিবে।”।

১৭। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“২৫ক। কারিকুলাম কমিটি।—(১) ফাজিল ও কামিল উভয় স্তরের এক বা একাধিক বিষয়ের জন্য অন্যান্য একটি সিলেবাস কমিটি থাকিবে, এবং উক্ত কমিটি পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং এই আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহাদের অধীন অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) সিলেবাস কমিটি অ্যাকাদেমী কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিবে।

(৩) প্রত্যেক সিলেবাস কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অ্যাকাদেমী কমিটি কর্তৃক মনোনীত কামিল মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দুই জন শিক্ষক;

(গ) অ্যাকাদেমী কমিটি কর্তৃক মনোনীত ফাজিল মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দুই জন শিক্ষক;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন শিক্ষক;

(ঙ) রেজিস্ট্রার।

(৪) সিলেবাস কমিটির মনোনীত সদস্যগণ ২(দুই) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে নিযুক্ত হইবেন।

(৫) সিলেবাস কমিটির সভায় ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।”।

১৮। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (কক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, অথবা একাধিক হইলে, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(কক) কোষাধ্যক্ষ;”;

(খ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ফাজিল অথবা কামিল মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ;”;

(গ) দফা (ঙ) বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, অথবা একাধিক হইলে, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;”।

২০। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (ঘ) এর “বিশ্ববিদ্যালয়ে” শব্দের পরিবর্তে “বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪), (৫), (৬) এবং (৭) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশসমূহ সিভিকিট কর্তৃক প্রণীত হইবে।

(৫) অ্যাকাডেমী কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অধ্যাদেশের খসড়া বাতিল করিবার ক্ষমতা সিভিকিটের থাকিবে না, তবে সিভিকিট উহা সংশোধন করিতে পারিবে এবং অ্যাকাডেমী কমিটিতে উহা ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(৬) সিভিকিট কর্তৃক অধ্যাদেশের খসড়া ফেরত পাঠানো হইলে, অ্যাকাডেমী কমিটি সংশোধনসমূহ বিবেচনা করিয়া সংশোধনসমূহ পুনরায় উহা সিভিকিটে প্রেরণ করিতে পারিবে অথবা সংশোধনসমূহ বিবেচনা না করিয়া ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর অধ্যাদেশের মূল খসড়া সিভিকিটে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর অধ্যাদেশের মূল খসড়া প্রেরণ করা হইলে, অধ্যাদেশটি সিভিকিট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।”।

২২। ১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ৫১ এর সংযোজন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫১ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

“৫১। মাদ্রাসা শিক্ষা তহবিল।—(১) ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাদি সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য “মাদ্রাসা শিক্ষা তহবিল” নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) মাদ্রাসা শিক্ষা তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার হইতে প্রাপ্ত বরাদ্দ;

(খ) ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা হইতে সংগৃহীত ফি;

(গ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) মাদ্রাসা সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকিবে।

(৫) সিভিকিটের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।”।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ : ২৭-০৮-১৪১৪ বঙ্গাব্দ
১১-১২-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।